তারিখ ... 29 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ .....

কালের কণ্ঠ

বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুত মেডিক্যাল কলেজটি এখনো অবহেলিত

মো. জহিরুল ইসলাম ▷

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি পুরান ঢাকার অবহেলিত জনগণসহ বাংলাদেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৫ লাখ টাকা অনুদানে এই হাসপাতালের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে পুরান ঢাকার উন্নয়নের তালিকায় প্রথমেই ছিল ন্যাশনাল মেডিক্যালের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। সময় বদলেছে, বদলেছে চলার গতি; কিন্তু উল্লিখিতভাবে বদলায়নি এ প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যের চাকা, রয়ে গেছে অবহেলিত। তাই দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এই হাসপাতাল চলছে এলাকার মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও সরকারের দেওয়া কিছু অনুদানে, যা সময়ের হিসাবে পর্যাপ্ত নয় বলে অভিমত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের।

জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত এক হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী পাস করে দেশে ও দেশের বাইরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। বর্তমানে অধ্যয়নরত ৭৫৫ জন শিক্ষার্থী, যার মধ্যে ১৭৩ জন বিদেশি। অধ্যয়নরত বিদেশি ও দেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের নিজস্ব কোনো হোস্টেল নেই। বিকল্প হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে কলেজের পাশের মহল্লায় ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া করে শিক্ষার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে কমিউনিটি হোস্টেল ব্যবস্থা চালু করা হয়। বর্তমানে কলেজের পাশে সাতটি ভবনে মোট ২৪৯ জন দেশি ও বিদেশি ছাত্র এবং ১০ জন বিদেশি ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দিতে হচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণ সিটভাড়া। এ ছাড়া নিরাপত্তা অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে না পারায় খাওয়াদাওয়ায়ও চরম সমস্যা হয়। বর্তমানে কলেজ ভবনের ৯ থেকে ১১ তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে ২১৬ জন ছাত্রী রয়েছেন। বর্তমানে কলেজ ও হাসপাতাল প্রশাসন চিকিৎসা পেশায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট প্রগ্রাম চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানা যায়। বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ডিগ্রি, প্যাথলজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এবং ফিজিক্যাল মেডিসিনের ওপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিষয়টি আছে প্রক্রিয়াধীন। উল্লিখিত বিষয়ে কোর্সগুলো চালু হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক ভবন, ল্যাবরেটরি ভবনসহ তাঁদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অতি জরুরি হয়ে পড়বে।

এ বিষয়ে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ডা. অচিন্ত্যনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে কলেজের পাশে অবস্থিত জায়গাগুলো পাওয়া গেলে ছাত্রদের জন্য স্থায়ীভাবে একটি হোস্টেল এবং ছাত্রীদের জন্য আরেকটি হোস্টেল তৈরি করে সমস্যার সমাধান করা যেত।' এ বিষয়ে কলতাবাজার পঞ্চায়েতপ্রধান ও ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. সেলিম বলেন, 'আমার বাপ-দাদারা এই হাসপাতালের জন্য ত্যাগ করে গেছেন। বর্তমানে আমরা দেখে রেখেছি। সরকার যদি একটু সুনজর দেয় তাহলে আরো হাজার হাজার মানুষ এখান থেকে চিকিৎসা নিতে পারবে।'

চিকিৎসা নিতে আসা একজন রিকশাচালক রমজান আলী যাত্রাবাড়ী থেকে এখানে এসেছেন কানের সমস্যা নিয়ে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রথম এখানে আসেন কয়েক মাস আগে। সে সময় চিকিৎসা শেষে তাঁর কাছ থেকে যে টাকা রাখা হয়েছিল তা নামমাত্র। বর্তমানে এই হাসপাতালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে পারে একসঙ্গে এক হাজার ২০০ রোগী। একই সঙ্গে প্রতিদিন এখানে গড়ে ৬০০ থেকে এক হাজার রোগী চিকিৎসা নিয়ে থাকে। এখানে বেড আছে ৫০০টিরও বেশি, আছে কেবিন সুবিধা ও ইমার্জেন্সি বিভাগ। চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য রাত-দিন মিলে এই হাসপাতালে চিকিৎসক আছেন ১২৮ জন। চিকিৎসক ছাড়াও ইন্টার্ন ডাক্তার আছেন ১০০ জনেরও বেশি। নার্স ১৩৪ জন। আর হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফ আছেন মোট ৬৩০ জন।

এ বিষয়ে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এম এ বাশার বলেন, 'এরই মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৩৩ শতাংশ জমি কিনেছে। এই জমিতে কলেজ ও হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন বিধায় এই সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য আশপাশের বেশ কিছু জমির প্রয়োজন হবে। এ অবস্থায় ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ভবনসংলগ্ন কিছু জায়গা হাসপাতালের নামে ন্যায্য মূল্যে ক্রয় বা অধিগ্রহণ অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে পেলে হাসপাতাল, কলেজ ও এলাকাবাসীর উপকার হবে।'

প্রতিষ্ঠানটির বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে পরিচালক ক্যাপ্টেন (অব.) এম এ সালাম বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা রীতিমতো যুদ্ধ করে যাচ্ছি। চেষ্টা চালাচ্ছি, যাতে সব ধরনের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে ভালো চিকিৎসা দেওয়া। যদি হাসপাতালের পরিধি বাড়ানো যেত, তাহলে হয়তো সব মিলিয়ে পরিবেশটা সুন্দর হয়ে উঠত। আমাদের পাশের জায়গাগুলো নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।'

ছবি : লুৎফর রহমান